সঠিক ও বিশুদ্ধ তাওহীদী 'আক্বীদা কি ?

ক্বোরআনে কারীম ও রাছূলের ﷺ ছুন্নাহ্‌তে বর্ণিত প্রমাণাদী দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, যাবতীয় কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম কেবল তখনই আলাহ্ তা'আলার নিকট সঠিক বলে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়, যখন উহা বিশুদ্ধ ও সঠিক তাওহীদী (আলাহ্‌র একত্ববাদের) 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর যদি 'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে উহার ভিত্তিতে সম্পাদিত যাবতীয় কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম আলাহ্‌র নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়।
আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ-

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. (سورة المائدة: ٥)

অর্থাৎ:-আর যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে তার সমস্ত 'আমল অবশ্যই বিফলে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (ছুরা আল মা-য়িদা- ৫)
অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ-

ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (سورة الزمر-٦٥)

অর্থাৎ:-অবশ্যই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের (পূর্ববর্তী নবী-রাছূলগণের প্রতি) এ বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি আলাহ্‌র সাথে শির্‌ক কর তাহলে তোমার সমস্ত 'আমল অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে, এবং তুমি নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (ছুরা আয্‌যুমার-৬৫)
এ সম্পর্কে ক্বোরআনে কারীমে আরো অনেক আয়াত ও রাছূলের ﷺ অনেক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।
তাই প্রত্যেক মুছলমানের অবশ্য কর্তব্য হলো, সর্বাগ্রে সঠিক তাওহীদী 'আক্বীদা-বিশ্বাসের জ্ঞান অর্জন করা।
ক্বোরআনে কারীম ও রাছূলের ﷺ ছুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিশুদ্ধ; তাওহীদী 'আক্বীদাহ্‌র সার কথা হলোঃ- আলাহ্ তা'আলার প্রতি, তাঁর মালাইকাগণের (ফিরিশতাদের) প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাছূলগণের প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং তাক্বদীরের মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এ ছয়টি বিষয় হলো সঠিক ধর্ম বিশ্বাসের তথা ঈমানের মৌলিক ভিত্তি।
অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয়াদি, যেমন: ক্ববরের 'আযাব ও সুখ-শান্তি, জান্নাত, জাহান্নাম, দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজের আত্মপ্রকাশ, 'ঈছা এর আছমানে অবস্থান এবং দুন্‌ইয়াতে তাঁর পুণঃ আগমন, জিন জাতির অস্তিত্ব, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় ইত্যাদি আলাহ্ ও তাঁর রাছূল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদ, যেগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য, এ স-ব বিষয় হলো উপরোক্ত ছয়টি রুক্‌ন বা মূল ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোরই শাখা-প্রশাখা।
সঠিক ধর্ম বিশ্বাস তথা ঈমানের উক্ত ছয়টি মূল ভিত্তির কথা ক্বোরআনে কারীম ও রাছূলের ﷺ ছুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। যেমন আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেন:-

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين (سورة البقرة: ١٧٧)

অর্থাৎ:-তোমরা পূর্ব দিকে মুখ ফিরালে কিংবা পশ্চিম দিকে, তা কোন প্রকৃত পূণ্যের ব্যাপার নয়, বরং প্রকৃত পূণ্যের অধিকারী হলো সেই ব্যক্তি যে আল-াহ, পরকাল, ফিরিশতা, আছমানী কিতাব এবং নবীগণের প্রতি নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করল।
(ছুরা আল বাক্বারাহ- ১৭৭)
অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ-

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.

অর্থাৎ:-রাছূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুছলমানরাও (বিশ্বাস রাখেন ঐ সকল বিষয়ের প্রতি)। সবাই বিশ্বাস পোষণ করেন আলাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, এবং তাঁর রাছূলগণের প্রতি। (তাঁরা বলেন) আমরা তাঁর (আলাহ্‌র) রাছূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।(ছুরা আল বাক্বারাহ্-২৮৫)
তাক্বদীর সম্পর্কে আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ-

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

অর্থাৎ:- তোমরা কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আলাহ্ তা অবগত আছেন? এ সবকিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে এক কিতাবে, এটা আল-াহ্‌র নিকট অতি সহজ। (ছুরা আল হাজ্ব-৭০)
আলাহ্ ﷾ আরো ইরশাদ করেছেন:- وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

অর্থাৎ:- আমি প্রতিটি বিষয়-বস্তু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (ছূরা ইয়া-ছী-ন-১২)
যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে 'আব্দুলাহ বিন 'উমর ؓ আলাহ্‌র শপথ করে বলেছেন:-

ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.

অর্থাৎ:-যদি ওদের কারো ওহুদ পাহাড় সমপরিমান স্বর্ণ থাকে এবং সে তা (আলাহ্‌র পথে) খরচ করে, তথাপি আলাহ ﷻ তার থেকে তা গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না সে ক্বাদ্‌র তথা তাক্বদীরে বিশ্বাসী হবে। (সহীহ বুখারী, ছুনানে আবী দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী)

ঈমানের উপরোক্ত ছয়টি মূলভিত্তি সম্পর্কে অনেক সহীহ্‌ হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে সেই সুপ্রসিদ্ধ ছহীহ্‌ হাদীছটি বিশেষভাবে উলেখযোগ্য, যা ইমাম মুছলিম ((رحمه الله স্বীয় সহীহ হাদীছ গ্রন্থে ধারাবাহিক ছনদে (বর্ণনাধারায়) আমীরুল মু'মিনীন 'উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছে বর্ণিত রয়েছে যে, জিবরাঈল ﷺ যখন রাছূলকে ﷺ ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন রাছূল ﷺ উত্তরে বলেছিলেনঃ- ঈমান হলো আলাহ্‌র প্রতি, তাঁর মালাইকাদের (ফিরিশতাগণের) প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাছুলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

উপরোক্ত হাদীছটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুছলিম (رحمهما الله) স্ব স্ব সহীহ হাদীছ গ্রন্থে ধারাবাহিক ছনদে আবূ হুরায়রাহ ﷺ থেকেও বর্ণনা করেছেন।